Basic

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- ১৮০১ সাল-বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ।
- বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় ১৯ শতকে।
- আধুনিক যুগের নিদর্শন : বাংলা গদ্য

ব্যাপক প্রচলন

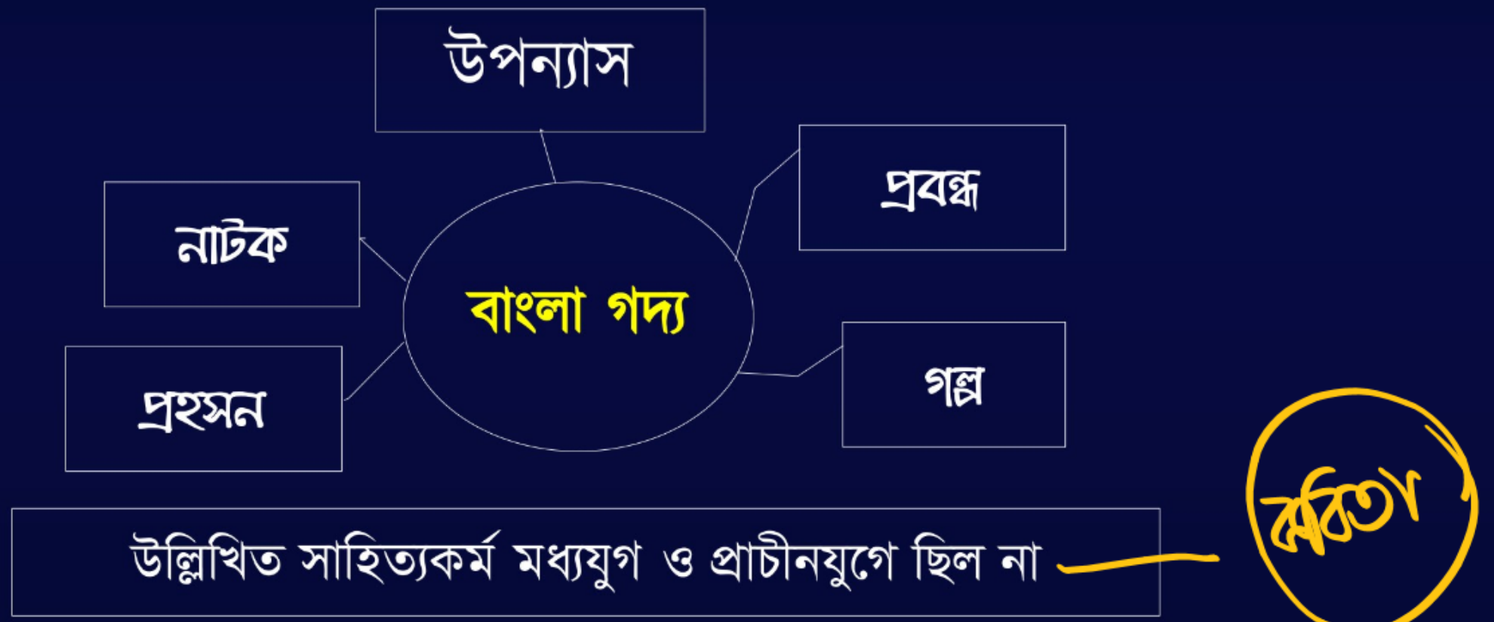

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

ড. সুকুমার সেনের মতে বাংলা গদ্যরীতির **চারটি স্তর** রয়েছে। যথা-

স্তর	পর্যায়	সময়
প্রথম	সূচনা	১৬ শতাব্দী থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত
দ্বিতীয়	উন্মেষ	১৮০০ (শ্রীরামপুর মিশন)-১৮৪৭ সাল (বিদ্যাসাগর)
তৃতীয়	অভ্যুদয়	১৮৪৭ (বিদ্যাসাগর)-১৮৬৫ সাল (বঙ্কিম)
চতুর্থ	পরিণতি	১৮৬৫ (বঙ্কিম)- বর্তমান কাল পর্যন্ত

বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

বাংলা গদ্যের বিকাশ

- **বাংলা গদ্যের বিকাশ :** ১৫৫৫ সালে আসামের রাজা স্বর্গদেবকে লেখা কুচবিহার রাজা নরনারায়ণের একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা হয়। ১৭ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকার ভূষণার জমিদারপুত্র পাদ্রি 'দোম আন্তোনিওর লেখা 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' নামক গ্রন্থটি প্রথম বাঙালি রচিত গদ্য।
  এছাড়াও পর্তুগিজ পাদ্রি 'ম্যানুয়েল দ্যা অ্যাসম্পাওঁ' কর্তৃক রচিত দুটি গ্রন্থ- ভোকাবুলারিও (অভিধান) ও কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ) বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন। ১৭৪৩ সালে বইগুলো পর্তুগালের লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়। বইগুলো যদিও বাংলা ভাষায় রচিত, তবে এগুলো রোমান অক্ষরে ছাপানো হয়।
- **ভোকাবুলারিও :** প্রথম মুদ্রিত বাংলা ব্যাকরণ। পুরো নাম Vocabulario em idioma Bengalla e Portuguez, সংক্ষেপে Vocabulario। এটি কয়েকজন পর্তুগিজ ধর্মযাজক সংকলন করেছিলেন। Manoel da Assumpcam গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন।
- **বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ :** ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপানো 'মথী রচিত মিশন সমাচার'।
- **বাঙালি রচিত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ :** রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

শ্রীরামপুর মিশন

মিশনারি

১৮০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয়। এটি ভারতের প্রথম নিজস্ব প্রচারক সংঘ। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে এই মিশনের অবদান অনস্বীকার্য। মিশনটির লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা। বাইবেলসহ অনেক গ্রন্থ এখান থেকে বাংলায় ছাপানো হয়। প্রথমে এটি ডেনিশদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৮০৮ এটি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

দেশীয়দের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮১৮ সালে মিশনের পক্ষ থেকে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষাদানও এই কলেজের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই কলেজে দুই ধারার শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

মুদ্রণ উপযোগী বাংলা অক্ষর এখান থেকেই তৈরি হয়। উইলিয়াম কেরি এই মিশনেরই পাদ্রী ছিলেন। এই মিশন থেকেই দিকদর্শন ও সমাচার দর্পণ পত্রিকা বের হয়। ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুর মিশন বন্ধ হয়ে যায়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

উইলিয়াম কেরি

- উত্তর ইংল্যান্ডের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ১৭৮৯ সালে তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনারির কাজ শুরু করেন। ১৭৯৩ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারির সাথে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসেই তিনি রামরাম বসুর কাছে বাংলা শিখেন এবং বাংলায় বাইবেলের অনুবাদ শুরু করেন। অর্থকষ্টের কারণে এক নীল ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেন। ১৭৯৯ সালে তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য কলকাতায় আসেন। কিন্তু তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে দিত না। কোম্পানি তাঁকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান পরিচালনা করে। কেরি কলকাতার অদূরে ডেনিশ মালিকানাধীন শ্রীরামপুর মিশনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে সেখানে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

  ১৮০০ সালে ওয়েলসলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। তিনি কেরিকে বাংলা বিভাগের উপযুক্ত শিক্ষক বিবেচনা করে ১৮০১ সালের মে মাসে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন অ্যাংলিকান খ্রিস্টান ছাড়া কেউ এ কলেজে চাকরি পেত না। তাই কেরিকে অধ্যাপক না করে অর্ধেক বেতনে শিক্ষকের পদ দেওয়া হয়। তাঁর অধীনে কয়েকজন বাঙালি পন্ডিত নিযুক্ত হন। এদেশীয় পন্ডিতদের নিয়ে তিনি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন যা বাংলা গদ্যের আদর্শ গঠন করে। কেরি বাংলা গদ্যরীতিকে একটি বিশিষ্ট ধারায় রূপ দেন। বাংলা ভাষা তাঁর নিকট চিরঋণী। ১৮১০ সালে তিনি দরিদ্র্য খ্রিস্টানদের জন্য বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কেরির বিখ্যাত গ্রন্থ কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা।
- উত্তরাধুনিকতাবাদ সাহিত্যাদর্শের মর্মে রয়েছে : নৈরাশ্যবাদ।
- গণসাহিত্য শব্দে 'গণ' দ্বারা উদ্দেশ্য : সাধারণ মানুষ।
- প্রথম মুসলিম গদ্য লেখক খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী। তাঁর রচিত গ্রন্থ উচিত শ্রবণ (১৮৬০)।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

১৮৬০ সালে ঢাকায় 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে প্রথম ছাপাখানা হয়। এই ছাপাখানা থেকে ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' ছাপা হয়। ছাপাখানাটির সাথে ঢাকার সাহিত্য বিকাশের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ঢাকার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা কবিতাকুসুমাবলী এই প্রেস থেকেই ছাপা হয়। ১৮৬০ সালে বাংলা প্রেস নামে ঢাকায় দ্বিতীয় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র।

1800-1854

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

কোম্পানির কর্মচারিদের দেশি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮০১ সালে কলেজটিতে বাংলা বিভাগ চালু হয়। অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়াম কেরি।

কেরি ২ জন পণ্ডিত ও ৬ জন সহকারী পণ্ডিত নিয়ে বাংলা গদ্য রচনার কাজ শুরু করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য করার জন্য মোট ১৩টি বাংলা বই রচিত হয়।

কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (রামরাম বসু)। সবচেয়ে বেশি বই লিখেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (৫টি)। এছাড়াও উইলিয়াম কেরি দুই খণ্ডে বাংলা ভাষার অভিধান সংকলন করেন।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কমে যায়। রামমোহন রায়ের প্রভাবে কলেজের গুরুত্ব আরও কমে যায়। ফলে ১৮৫৪ সালে কলেজটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

1781 - কলকাতা মাদ্রাসা

- **হিন্দু কলেজ :** ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে এই কলেজে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই পড়ার সুযোগ পেত। সকল সম্প্রদায়ের জন্য একটি কলেজ থাকা মনে করা হচ্ছিল। এই সূত্রে ডালহৌসি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সের নামানুসারে 'প্রেসিডেন্সি' শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৮৫৫ সালের ১৫ জুন নাম পরিবর্তন করে 'প্রেসিডেন্সি কলেজের' যাত্রা শুরু হয়। ২০১১ সালে এই কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।
- **ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী :** হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি ডিরোজিওর নেতৃত্বে বাংলায় এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠে। তাঁর দর্শন ছিল 'আস্তিকতা হোক, নাস্তিকতা হোক, কোন জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও বিচার'। তাঁর বাঙালি শিষ্যরাই ১৮৩১ সালে প্রকাশ্যে ইয়ং বেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ নামে আত্মপ্রকাশ করে। তারা যুক্তি ও মানবাধিকারের দীপ্ত বাণী প্রকাশ করে। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ দলটির সদস্য ছিল। তারা হিন্দুদের বিভিন্ন প্রথার- সতীদাহ প্রথা, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি- তীব্র সমালোচনা করে। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর এই আন্দোলন ধীরে ধীরে থেমে যায়। মধুসূদন দত্ত দলটির সমালোচনায় 'একেই কি বলে সভ্যতা' গ্রন্থটি রচনা করেন। সাপ্তাহিক জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা ছিল ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্র।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **কল্লোল যুগ :** কল্লোল যুগ বলতে বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রান্তিলগ্নকে বোঝায় যেখানে বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে আধুনিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। কল্লোল যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতা। যে সময়ে কল্লোলের আবির্ভাব তখন বাংলা সাহিত্যের সব শাখা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রোজ্জ্বল। কল্লোল যুগের লেখকদের মূল লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে এসে সাহিত্যের একটি জগৎ সৃষ্টি করা। এ লেখক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই বাংলা গদ্য সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। এ যুগের সাহিত্যকে 'ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্য' বলে। কবি সুকুমার সেন বলেন- কল্লোলের বীজ বোনা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে, বাসন্তিকা পত্রিকায় ১৯২২ সালে।
- **কল্লোল গোষ্ঠী :** বৈশাখ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খ্রি) দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় কল্লোল পত্রিকা বের হয়। এই পত্রিকা কেন্দ্রিক লেখক গোষ্ঠীকে কল্লোল গোষ্ঠী বলা হয়। এ যুগ সম্পর্কে অচিন্ত সেনগুপ্ত বলেন, "কল্লোল যুগের দুটি প্রধান সুর। যথা- প্রবল বিরুদ্ধবাদ ও বিহ্বল ভাববিলাস। **কল্লোল যুগের কাণ্ডারি পঞ্চপাণ্ডব কবি** সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসু।
- **মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি :** ১৮৬৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফ এই সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। উদ্দেশ্য মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ও স্বকীয় অবস্থার পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে উন্নতি সাধন করুক।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

গুরুত্ব

- **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ :** ১৮৯৩ সালের ২৩ জুলাই কলকাতার শোভাবাজারে বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাসভবনে লিউটার্ড ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর উদ্যোগে The Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে একাডেমির কার্যাবলি, সভা, মুখপত্র কেবল ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হত। ১৮৯৪ সালে একাডেমির নাম পরিবর্তন করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ করা হয়।
  প্রথম সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। সহসভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র সেন।
  এখান থেকেই চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
- **বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি :** বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মুসলমানদের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় ১৯১১ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' নামে এটি আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আকরাম খাঁ, কবি মোজাম্মেল হক, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ।
- বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা ছিল দলটির মুখপাত্র। কলকাতার ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে এর অফিস ছিল।
- **ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ :** ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' আন্দোলন শুরু হয়। সংগঠনটির মুখপাত্র হিসেবে আবুল হুসেনের সম্পাদনায় 'শিখা' পত্রিকা বের হত। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কাণ্ডারি কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

- **বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি :** ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৮৪ সালে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় {প্রতিষ্ঠাতা- উইলিয়াম জোন্স} । ১৯৫২ সালের ৩রা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি । স্বাধীনতার পর এর নাম বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি করা হয় । ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি 'বাংলাপিডিয়া' {সম্পাদক- সিরাজুল ইসলাম} নামে ১০ খণ্ডের একটি 'বিশ্বকোষ' প্রকাশ করে । এটি 'জাতীয় জ্ঞানকোষ' হিসেবে খ্যাত । ২০১৩ সালে ১৪ খণ্ডে ড. নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় বাংলাপিডিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় । বাংলাপিডিয়ার আহবায়ক ড. সাজাহান মিয়া । উন্নততর গবেষণা, মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ইত্যাদি অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বাংলা নাটক

- **নাটক :** রঙ্গমঞ্চে মানুষের সুখ-দুঃখ স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে নাটক বলে। নাটকের অপর নাম দৃশ্যকাব্য। নাটককে বলা হয় সমাজের দর্পণ।
- **উৎপত্তি :** ১৭৫৩ সালে ইংরেজরা কলকাতার লালবাজারে Play House নামে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয় ১৭৯৫ সালে।
  বিখ্যাত রুশ অনুবাদক 'হেরাসিম লেবেডক' The Disguise এবং Love is the best Doctor নামক দুটি নাটক অনুবাদ করে এ দেশীয় অভিনেতাদের দ্বারা বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

নাটক ও প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য ব্যঙ্গ বিদ্রুপে।

- নাটকের শ্রেণিবিভাগ-

  ১. বিষয়বস্তু : পৌরণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক।

  ২. রস : নাটক ও প্রহসন {সমাজের ত্রুটি নির্দেশক ব্যঙ্গাত্মক নাটক} ।

  ৩. অভিনয় : নাটক ও যাত্রা।

  ৪. আকার : নাটক ও নাটিকা।

  ৫. ইংরেজি আদর্শ : ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা, ট্র্যাজি-কমেডি ও ফার্স।

  ৬. ভাব : ক্লাসিকাল, নিও-ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক।

- সংস্কৃত পণ্ডিতদের মতে কাব্য দুই প্রকার। যথা- দৃশ্যকাব্য {নাটক} ও শ্রাব্যকাব্য।
- বাংলা নাটকের অন্যতম রূপকার : মমতাজউদ্দীন আহমদ, আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও মামুনুর রশীদ।
- বাংলা নাটকে প্রথমে দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র সৃষ্টি করেন : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
- মুসলিম চরিত্র অবলম্বনে প্রথম বাংলা নাটক : জমিদার দর্পণ।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

নাটক	লেখক	অতিরিক্ত তথ্য
ভদ্রার্জুন	তারাচরণ শিকদার	বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটক। এটি একটি কমেডি নাটক। ১৮৫২ সালে তিনি এটি রচনা করেন।
কীর্তিবিলাস	যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	বাংলা ভাষায় প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক (১৮৫২ খ্রি:)
কুলীনকুল সর্বস্ব	রামনারায়ণ তর্করত্ন	বাংলা সামাজিক নাটকের যাত্রা শুরু। নাটকটি 'কৌলিন্য প্রথা' অবলম্বনে রচিত।
শর্মিষ্ঠা	মধুসূদন দত্ত	প্রথম সার্থক বাংলা নাটক।
পদ্মাবতী		প্রথম সার্থক কমেডি নাটক।
কৃষ্ণকুমারী		বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক।
শাজাহান	ডি এল রায়	প্রথম ঐতিহাসিক নাটক
শারদোৎসব	রবীন্দ্রনাথ	প্রথম সাংকেতিক নাটক
নেমেসিস	নুরুল মোমেন	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সংঘটিত দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে লেখা

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

বাংলা কাব্য

গীতিকবিতা ধারার জনক : বিহারীলাল চক্রবর্তী।
গীতিকবিতার বিকাশ ঘটান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা হলো : কাব্য।
- গীতি কাব্য : বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা : গীতিকবিতা।

গীতিকাব্য (Lyric) আধুনিক যুগের সৃষ্টি। বঙ্কিমের মতে 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, তা-ই গীতিকাব্য। গীতিকাব্যে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ সাধারণত দীর্ঘকায় হয় না। বাংলা সাহিত্যে প্রথম গীতিকাব্য স্বপ্নদর্শন (বিহারীলাল)। রবীন্দ্রনাথ কবি বিরাহীলালকে 'ভোরের পাখি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টিএস ইলিয়ডের কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে প্রথম 'আধুনিক কবিতার' সাথে পরিচয় ঘটান।

- কাব্য : ভাবসমৃদ্ধ সরস রচনাকে কাব্য বলে।
- হুলিয়া কবিতা : নির্মলেন্দু গুণের বিখ্যাত কবিতা 'হুলিয়া'। আধুনিক কবিতার প্রধান লক্ষণ : জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।
- আধুনিক যুগের প্রথম কবি : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- বাঙালি কবিদের মধ্যে আধুনিক কবিতার পরিচয় ঘটনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আধুনিক কবিদের আদর্শ টি.এস. ইলিয়ড।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচিত হয় : ১৮৬৬ সালে (বঙ্গভাষা)।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

আধুনিক যুগে বাংলা কাব্যগ্রন্থ		
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	কাব্যগ্রন্থ	পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) আধুনিকযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য।
বিহারীলাল চক্রবর্তী		আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের প্রথম ও প্রধান কবি।

বিখ্যাত কিছু কবিতা

কবি	কবিতা	কবি	কবিতা	কবি	কবিতা
যতীন্দ্রমোহন	কাজলা দিদি, অন্ধবধূ	হেমচন্দ্র	জীবনসঙ্গীত	হাফিজুর রহমান	অমর একুশে
মনিরুজ্জামান	শহীদ স্মরণে	আল মাহমুদ	সোনালি কাবিন	শামসুর রাহমান	আসাদের শার্ট
সুকুমার রায়	আবোল তাবোল	নির্মলেন্দু গুণ	হুলিয়া	বুদ্ধদেব বসু	শীতের প্রার্থনা
নজরুল	বিদ্রোহী, সাম্যবাদী	অমিয় চক্রবর্তী	বাংলাদেশ	জীবননান্দ দাশ	বনলতা সেন
আবু জাফর	মাগো ওরা বলে	আহসান হাবীব	পূর্বাশার আলো	আব্দুল হাকিম	বঙ্গবাণী
রবীন্দ্রনাথ	দুই বিঘা জমি	বন্দে আলী মিয়া	আমাদের গ্রাম	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	পারিব না
সুনির্মল বসু	সবার আমি ছাত্র	সুকান্ত ভট্টাচার্য	দুর্মর, রানার	কাদের নেওয়াজ	শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বাংলা উপন্যাস

- **কথা-সাহিত্য (Fiction) :** কথা-সাহিত্য বলতে উপন্যাস ও ছোটগল্পকে বোঝায়।
- **উপন্যাস :** এমন এক ধরনের সাহিত্য কর্ম, যেখানে লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি বাস্তব কাহিনি অবলম্বনে বর্ণনাত্মকভাবে ফুটে ওঠে।
- **উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে পার্থক্য :** উপন্যাসে ব্যাপক পরিসরে জীবনের রূপ ফুটে ওঠে আর ছোটগল্পে কোনো চরিত্রের মাত্র একটি দিক ফুটে ওঠে।
- আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক : স্বর্ণকুমারী দেবী (দীপনির্বাণ, ১৮৭৬ সাল)।
- প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক : মীর মশাররফ হোসেন (রত্নাবতী, ১৮৬৯ সাল)।
- প্রথম মুসলিম সনেট রচিয়তা : কাজেম আল কোরায়শী (কায়কোবাদ)।
- বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ে ফুটে উঠে : সমাজের রঙ্গরসাত্মক চিত্র।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

উপন্যাস লেখার ধারাবাহিকতা

সময়	নাম	লেখক	বৈশিষ্ট্য
১৮২০, ১৮২৫, ১৮৩২	কলিকাতা কমলালয়, নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	এই গ্রন্থগুলোকে বাংলা উপন্যাস তৈরির প্রথম চেষ্টা বলে ধারণা করা হয়।
১৮৫২	ফুলমণি ও করুণার বিবরণ	ক্যাথারিন ম্যালেন্স	এতে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে।
১৮৫৮	আলালের ঘরের দুলাল	প্যারীচাঁদ মিত্র	বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস।
১৮৬৫	দুর্গেশনন্দিনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

১.১.৫

উপন্যাস	লেখক	বৈশিষ্ট্য
কল্পতরু	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস
আব্দুল্লাহ	কাজী ইমদাদুল হক	কুসংস্কার ও গোড়ামী দূর করার জন্য এক প্রতিবাদী চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে
বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন জীবন প্রভাত, জীবন সন্ধ্যা	রমেশ দত্ত	চারটিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। চারটি উপন্যাসই পরে সংকলিত হয়ে 'শতবর্ষ' নামে বের হয়।
আনোয়ারা	নজিবর রহমান	গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে বাঙালি মুসলমানের পরিবার ও সমাজ জীবনের চিত্র
জোহরা	মোজাম্মেল হক	কন্যার অমতে বিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনী
রূপনগর	ইমদাদুল হক মিলন	

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস

- **সামাজিক উপন্যাস :** ১৯ শতকে এই শ্রেণির উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। সমাজের নানা অন্যায়, কুপ্রথা, সংস্কার ইত্যাদি এই শ্রেণির উপন্যাসে তুলে ধরা হয়। যেমন- পল্লীসমাজ, অরক্ষণীয়া (শরৎচন্দ্র), লালসালু (সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্) ইত্যাদি।
- **ঐতিহাসিক উপন্যাস :** কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই ধরনের উপন্যাস রচিত হয়। যেমন- রাজসিংহ (বঙ্কিম), রাজর্ষি, বৌঠাকুরানীর হাট (রবীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি।
- **মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস :** বিভিন্ন চরিত্রের মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া; চরিত্রের অন্তর্জগত নিয়ে এই শ্রেণির উপন্যাস রচিত হয়। যেমন- পুতুল নাচের ইতিকথা (মানিক), চাঁদের অমাবস্যা (ওয়ালিউল্লাহ) ইত্যাদি।
- **রোমান্টিক উপন্যাস :** কল্পনাবিলাসী মন ও রোমান্টিক বিষয়াদি এই শ্রেণির উপন্যাসে তুলে ধরা হয়। যেমন- কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি।
- **কাব্যধর্মী উপন্যাস :** এই শ্রেণির উপন্যাসে লেখকের জীবনদর্শন ও গীতিধর্মিতা প্রাধান্য পায়। যেমন- শেষের কবিতা।
- **রূপক উপন্যাস :** উপন্যাসে বর্ণিত শব্দের আড়ালে রূপক কোনো বিষয় তুলে ধরা হলে তাকে রূপক উপন্যাস বলে। যেমন- ক্রীতদাসের হাসি (শওকত ওসমান), রাজা উপাখ্যান ইত্যাদি।
- **পত্রোপন্যাস :** এই ধরনের উপন্যাসে বক্তব্য পত্রাকারে প্রকাশ করা হয়। যেমন- সবিনয় নিবেদন, পোনুর চিঠি ইত্যাদি।
- **আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস :** এই ধরনের উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের নানা কাহিনী উপান্যাস আকারে তুলে ধরা হয়। যেমন- শ্রীকান্ত (শরৎচন্দ্র)।
- **উপন্যাস ত্রয়ী :** যদি কোনো উপন্যাসে একই কাহিনীর তিনটি ধারাবাহিক পাঠ বা সিরিজ থাকে, তাকে ত্রয়ী উপন্যাস বলে। যেমন- আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম (বঙ্কিম), উত্তরাধিকার-কালবেলা-কালপুরুষ (সমরেশ)।

মহাকাব্য

- **মহাকাব্য :** ইংরেজি ভাষায় মহাকাব্যকে বলা হয় ঊড়রপ। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ ঊড়রপড়ং থেকে। যার অর্থ অর্থ বীর রসাত্মক শব্দের মহাবিন্যাস যা গানে গানে প্রকাশ করা হয়। ফলে মহাকাব্য রচিত হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাহিনীকে কেন্দ্র করে, দীর্ঘাকার এক ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। যে কাহিনী ও ইতিহাসকে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করা হয়। ওয়েবস্টারের নিউ ওয়ার্ল্ড ডিকশনারির মতে মহাকাব্য হচ্ছে দীর্ঘাকার কাব্যধারা যা রচিত হয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপরে নির্মিত কোনো বীর বা বীরদের প্রশংসা বাণীর উপর নির্ভর করে। মহাকাব্য দুই প্রকার। যথা-

  ১. জাত মহাকাব্য : প্রাচীনকালের নাম না জানা বিভিন্ন কবির মুখে মুখে রচিত বিভিন্ন কাহিনীর সমন্বিত রূপ যাকে কোনো একজন কবি একত্র করে অখণ্ড কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। যেমন- রামায়ণ। মুখে মুখে প্রচলিত রাম-সীতা-রাবণ-লক্ষ্মণের কাহিনী একত্র করে এই মাহাকাব্যটি গ্রন্থিত করেছেন কবি বাল্মীকি। সারা পৃথিবীতে মাত্র ৫টি মহাকাব্য জাত মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে একজন কবির নাম জানা যায়নি। এজন্য অনেকেই ৪টি জাত মহাকাব্যের কথা বলেন। যথা- রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি ও গিলগ্যামেশ।

  ২. অনুকৃত মহাকাব্য : পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে একক কবির রচিত মহাকাব্যকে অনুকৃত মহাকাব্য বলে। যেমন- শাহনামা, মেঘনাদবধ, মহাশ্মশান ইত্যাদি।

- **গিলগ্যামেশ :** কিউনিফর্ম লিপিতে লিখিত সুমেরিয়ান মহাকাব্য। এটি পৃথিবীর প্রথম বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম বলে বিবেচিত। এর কবির নাম জানা যায়নি।
- **মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য :** পৌরণিক কাহিনি বা যুদ্ধের বর্ণনা, বীররসের প্রাধান্য থাকবে, একই ছন্দে রচিত হবে ইত্যাদি।
- **ত্রয়ী মহাকাব্য :** নবীনচন্দ্র সেনের বৈরকত, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিন মহাকাব্যকে একত্রে ত্রয়ী মহাকাব্য বলে।

অনুশীলন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

মহাকাব্যের তালিকা

মহাকাব্য	রচিয়তা	রচিত ভাষা	অনুবাদক	অন্যান্য তথ্যাদি
রামায়ণ	বাল্মীকি	সংস্কৃত	কৃত্তিবাস	
মহাভারত	বেদব্যাস		কবীন্দ্র পরমেশ্বর	
ইলিয়াড	হোমার	গ্রিক		ট্রয় নগরীর ঘটনা উপজীব্য
ওডিসি				
প্যারাডাইস লস্ট	মিল্টন			
ইনিড	ভার্জিল			
শাহনামা	ফেরদৌসি	ফার্সি	মোজাম্মেল হক	
মেঘনাদবধ	মধুসূদন	বাংলা		প্রথম ও সার্থক বাংলা মহাকাব্য
মহাশ্মশান	কায়কোবাদ			পানিপথের ৩য় যুদ্ধের কাহিনি

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বাংলা প্রবন্ধ

- **প্রবন্ধ :** কোনো বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিক গদ্যরীতির সাহিত্য সৃষ্টি। প্রবন্ধকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা- বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।
- ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত' রচনাকেই প্রবন্ধ বলে।
- বাংলা প্রবন্ধের প্রবর্তক : রাজা রামমোহন রায় (উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে)।
- **কথ্যরীতিতে প্রথম প্রবন্ধ রচিয়তা :** প্যারীচাঁদ মিত্র।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম ভ্রমণকাহিনি রচিয়তা : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (পালামৌ)
- প্রথম সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ রচিয়তা : ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অবদান রাখে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।
- এছাড়াও প্রবন্ধকে আরো কিছু ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

জীবনচরিত	আত্মচরিত	স্মৃতিকথা
সমালোচনা	পত্রসাহিত্য	ভ্রমণবাহিনী
রম্যরচনা	সাহিত্য	ইতিহাস

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বিখ্যাত কিছু প্রবন্ধ

বিখ্যাত গ্রন্থ	লেখক	বৈশিষ্ট্য
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিষয়ক প্রস্তাব	রামপতি ন্যায়রত্ন	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	ড. দীনেশচন্দ্র সেন	বাংলা সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ
বাংলা সাহিত্যের কথা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস	ড. সুকুমার সেন	
বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস	নাজিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সুফিয়ান	মুসলমান রচিত প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
বাংলা সাহিত্যের কথা	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান	
সংস্কৃতির সংকট, সাম্প্রদায়িকতা	বদরুদ্দীন উমর	ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থগুলোর রচিয়তা
দেশে বিদেশে	সৈয়দ মুজতবা আলী	কাবুল শহরের ঘটনা
রাশিয়ার চিঠি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
যে দেশে মানুষ বড়	জসীমউদ্‌দীন	সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্রমণকথা
সংস্কৃতির ভাঙা সেতু	আখতারুজ্জামান	
বীরবলের হালখাতা	প্রমথ চৌধুরী	

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

Thank You